যুগান্তর

তারিখ ... 29 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২

এসএসসির ফরম পূরণ করেও পরীক্ষা দেয়নি ৩০ হাজার

যুগান্তর রিপোর্ট

পরীক্ষার মধ্যেও এসএসসিতে ঝরে পড়ল প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়ার জন্য ফরম পূরণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অংশ নেয়নি। অর্থাৎ মাত্র তিন মাসের মধ্যে শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল তাদের। ড্রপআউটের এখানেই শেষ নয়। নবম থেকে দশম শ্রেণীতে ফরম পূরণ পর্যন্ত দু'বছরে এবার আরও ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৩১০ জন শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। সরকারি তথ্যমতে, নবম শ্রেণীতে (২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে) নিবন্ধিত হয়েছিল ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৬৩৪ শিক্ষার্থী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার (এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল) জন্য ফরম পূরণ করে ৭ লাখ ৩৩ হাজার ৩২৪ জন; অর্থাৎ মাত্র ২ বছরের ব্যবধানে ড্রপআউটের হার দাঁড়াল ৪২ দশমিক ১৫ ভাগ। আর চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেয়ার পর ধাপে ধাপে আরও ৩০ হাজার ৫৬৩ জন ঝরে পড়ল। এটা অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর ৪ ভাগেরও বেশি। তবে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনুপস্থিতির সংখ্যা বিগত শিক্ষাবর্ষের

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৩

পরীক্ষা : এসএসসি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চেয়ে এবার কমেছে। বিগত শিক্ষাবর্ষে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনুপস্থিতি ছিল ৩৩ হাজার ৬৯১ জন পরীক্ষার্থী।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পরীক্ষার হলে অনুপস্থিতির হার শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে বেশি। ৮টি বোর্ডের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শহরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার্থীর উপস্থিতি প্রায় শতভাগ ছিল। তবে গ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অনুপস্থিতির হার ছিল আনুপাতিক হারে বেশি। আবার ঝরে পড়ার হার মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের তুলনায় সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে বেশি। সাধারণ ৮টি শিক্ষা বোর্ডে এবার এসএসসিতে যেখানে ১৯ হাজার ৮৯০ জন ড্রপআউট করেছে; সেখানে মাদ্রাসা বোর্ডে ৬ হাজার ৮৯৬ জন এবং কারিগরি বোর্ডে ৩ হাজার ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রবেশপত্র হাতে পাওয়ার পরও অনুপস্থিত ছিল।

ড্রপআউটের কারণ সম্পর্কে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলেছেন, দারিদ্র্য, লেখাপড়ার নিম্নমান, পরীক্ষার প্রস্তুতির অভাব, বিদেশ গমন, বিয়ে ইত্যাদি কারণে এ ঘটনা ঘটে থাকে। তবে ফরম পূরণের পর ড্রপআউটের ঘটনা একেবারেই বেদনাদায়ক। একই সঙ্গে তারা শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠদানের পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের হতাশাকেও এর জন্য দায়ী করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া বলেন, দারিদ্র্যই এর প্রধান কারণ। এছাড়া বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির ঘাটতির কারণে পরীক্ষা হলে অনুপস্থিতির হার বেড়েছে।

ঢাকা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম বলেন, বোর্ডের পক্ষ থেকে একবার (২০০৭ সালে) তারা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন, বেশিরভাগ মেয়ের ড্রপআউটের কারণ বিয়ে আর ছেলেদের বিদেশগমন। এর মূল কারণ দারিদ্র্য।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ এবং কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধরও কারণ হিসেবে ছাত্রীদের বিয়ে ও বিদেশগমন প্রবণতাকে দায়ী করেছেন।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ৮টি শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে ২০০৯ শিক্ষাবর্ষের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। ১৮ মার্চ তৃতীয় পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৮ শিক্ষার্থী বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের পরীক্ষা আগামী ৫ এপ্রিল শেষ হবে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন ব্যবহারিক পরীক্ষা চলছে।